**টুল ৩: সিইএ নীতিমালার টেমপ্লেট**  
এই টুলে একটি নমুনা টেমপ্লেট ও নির্দেশনা দেয়া আছে। এর মাধ্যমে আপনার সংস্থা সিইএ নীতিমালা তৈরি করতে পারে। একটি সংস্থার অঙ্গীকার এবং বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব ও ভূমিকা লেখা থাকে সিইএ নীতিমালায়।

আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নীতিমালা তৈরি করা সময়সাপেক্ষ বা কঠিন হলে আপনি এই নথিকে ‘সিইএ পদ্ধতি’ বা ‘সিইএ অঙ্গীকার’ বলেও ব্যবহার করতে পারেন।

**কমিউনিটি অংশগ্রহন ও জবাবদিহিতা (সিইএ) নীতিমালা <সন>**

*সিইএ নীতিমালা তৈরির সার্বিক নির্দেশনা  
এই নীতিমালা তৈরি করার সময় সবার অংশগ্রহণ জরুরি। অর্থাৎ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এটি তৈরি করা। যদি কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকেন, এবং তারা বুঝতে পারেন যে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তাহলে তারা এই নীতিমালাকে নিজেদের মনে করবেন এবং কাজের ক্ষেত্রেও তা বাস্তবায়ন করবেন।*

**নথি নিয়ন্ত্রণ (আভ্যন্তরীন ব্যবহারের জন্য)**

|  |  |
| --- | --- |
| দায়িত্ব | *এই নীতিমালা কার দায়িত্বে থাকবে? বাস্তবায়ন হলো কিনা তার খবর কে রাখবে?* |
| অবস্থা | *এটা কি অনুমোদিত নাকি এখনও খসড়া অবস্থায় আছে?* |
| পদবী | *এই নীতিমালা যার দায়িত্বে আছে তার পদবী* |
| যোগাযোগ | *তাদের ইমেইল ও টেলিফোন নম্বর* |
| কবে অনুমদিত হয়েছে | *নীতিমালা কবে অনুমোদিত হয়েছে* |
| সংস্করন | *প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা অন্য কোনো সংস্করন* |
| কারা অনুমোদন দিল | *কোন পর্যায় থেকে বা কারা এর অনুমোদন দিলো?* |
| পরবর্তি রিভিউ কবে | *নীতিমালাটি আবার কবে রিভিউ করার কথা?* |

**সংস্করন (আভ্যন্তরীন ব্যবহারের জন্যে)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সংস্করন | অনুমোদিত/পরিমার্জিত/ বাতিল | তারিখ | কারা অনুমোদন দিল | নথির রেফারেন্স নম্বর |
| প্রথম সংস্করন |  |  |  |  |
| দ্বিতীয় |  |  |  |  |

এই নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে, **<বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি>** স্থানীয় মানুষদের অংশগ্রহণ এবং তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার বিষয়ে কী কী অঙ্গীকার করছে।  
এখানে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। যেমন তাদের সিইএ সংক্রান্ত দায়িত্ব, এবং **<বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি>**-এর কৌশলগত পরিকল্পনা, বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং অন্যান্য নীতিমালা ও নির্দেশনা সহ বিভিন্ন নথিপত্রে সিইএ একীভূত করার ক্ষেত্রে তাদের করণীয়।

সূচিপত্র

[সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত রূপ 4](#_Toc196936082)

[সূচনা 4](#_Toc196936083)

[উদ্দেশ্য 5](#_Toc196936084)

[নীতিমালার পরিধি ও ব্যবহারকারী 5](#_Toc196936085)

[নীতিমালার মূল নীতি 6](#_Toc196936086)

[দায়িত্ব ও কর্তব্য 7](#_Toc196936087)

[নীতিমালার বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন 7](#_Toc196936088)

[সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, কৌশল ও দিকনির্দেশনা 8](#_Toc196936089)

[সংযুক্তি 8](#_Toc196936090)

# সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত রূপ

*এই অংশটি ব্যবহার করে আপনি নীতিমালায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং যেকোনো সংক্ষিপ্ত শব্দ বা অ্যাক্রোনিমের পূর্ণ রূপ লিখে দিতে পারেন। এটি পাঠকদের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো সহজে বুঝতে সাহায্য করবে।*

যেমন:

• জবাবদিহিতা: এই ডকুমেন্টে ‘জবাবদিহিতা’ শব্দটি বিশেষভাবে কমিউনিটি বা স্থানীয় মানুষের কাছে দায়বদ্ধতা বোঝায়, দাতা বা অংশীদারদের কাছে নয়।

• কমিউনিটি: এটি সেই মানুষদের বোঝায় যাদের জন্য কোনো একটি সংস্থা তাদের প্রকল্প বা কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা সরাসরি সংস্থা থেকে সহায়তা পেতেও পারে, আবার নাও পেতে পারে। কমিউনিটি তাদের অবস্থান বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যেমন বয়স, লিঙ্গ, বা অবস্থান (যেমন, গর্ভবতী মহিলা) দ্বারাও সংজ্ঞায়িত হতে পারে।

• সিইএ: এটি "কমিউনিটি অংশগ্রহন ও জবাবদিহিতা"-র সংক্ষেপ।

• ফিডব্যাক (বা মতামত): কমিউনিটির ফিডব্যাক হলো কমিউনিটির কাছ থেকে আসা যে কোনো ধরনের তথ্য বা মতামত। এর মধ্যে প্রশ্ন, পরামর্শ, পর্যবেক্ষণ, বিশ্বাস, ধারণা, উদ্বেগ, অভিযোগ, এবং ধন্যবাদ জানানোও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সুতরাং, সম্প্রদায়ের ফিডব্যাক ইতিবাচক, মাঝামাঝি, বা নেতিবাচক হতে পারে।

# সূচনা

*এই অংশ ব্যবহার করে নীতিমালাটি শুরু করতে পারেন এবং:  
• সিইএ কী তা ব্যাখ্যা করুন  
• সিইএ কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি কীভাবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ক্যাম্পেইন, এবং বৃহত্তর মানবিক খাতের সাথে সম্পৃক্ত, তা ব্যাখ্যা করুন  
• বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইতোমধ্যে সিইএ সম্পর্কিত কী অর্জন করেছে এবং কেন এই নীতিমালাটি প্রবর্তন করা হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করুন।*

শুরু করতে সাহায্য করার জন্য এখানে একটি উদাহরণ দেয়া হলো:

কমিউনিটি অংশগ্রহন এবং জবাবদিহিতা (সিইএ) হল একটি কাজ করার পদ্ধতি, যা কমিউনিটির মানুষদের সমান অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাদের চাহিদা, অগ্রাধিকার ও পছন্দ আমাদের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা দেয়। এটি নিশ্চিত করা যায় কমিউনিটির অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ, খোলামেলা ও সৎ যোগাযোগ এবং ফিডব্যাক শোনা ও তার ভিত্তিতে পদক্ষেপগুলো আমাদের প্রোগ্রাম ও কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রমাণ, অভিজ্ঞতা ও কাণ্ডজ্ঞাণ আমাদের বলে যে আমরা কমিউনিটির সাথে কাজ করলে এবং তারা প্রোগ্রাম ও অপারেশন ডিজাইন ও পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখলে ফলাফল আরও কার্যকর ও টেকসই হয়।

কমিউনিটির সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করাই রেডক্রস-রেড ক্রিসেন্ট এর মূলমন্ত্র। যারা সহায়তা পাচ্ছে তাদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকতে এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস-রেড ক্রিসেন্ট এর [দুর্যোগ কার্যক্রম সংক্রান্ত আচরণবিধিতে](https://www.ifrc.org/document/code-conduct-international-red-cross-and-red-crescent-movement-and-ngos-disaster-relief) কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটির অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। [রেডক্রস-রেড ক্রিসেন্ট মানবিক সহায়তার নীতি ও বিধিমালায়](https://www.ifrc.org/document/principles-rules-humanitarian-assistance) দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বচ্ছ যোগাযোগ ও ফিডব্যাক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথম ‘[মুভমেন্ট-ওয়াইড কমিটমেন্টস ফর কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি](https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/R1-Movement-wide-commitments-for-CEA.pdf)’ কাউন্সিল অব ডেলিগেটস-এ অনুমোদিত হয়।

কমিউনিটি অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় রেডক্রস একা নয়। বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক উদ্যোগও এই একই লক্ষ্যে কাজ করছে। কমিউনিটির অংশগ্রহণ সুসংহত করতে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনেরও এই একই অঙ্গীকার রয়েছে। এই অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে কোর [হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি](https://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard)। হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আবার মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে জড়িত সংস্থা ও ব্যক্তিদের কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য ৯টি প্রতিশ্রুতি নির্ধারণ করে। এছাড়া রয়েছে [ইন্টারএজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি কমিটমেন্টস অন অ্যাকাউন্টেবিলিটি টু অ্যাফেক্টেড পিপল](https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion), এবং [গ্র্যান্ড বারগেইন কমিটমেন্টস](https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain) যা মানবিক প্রয়োজন মেটাতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

<বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি> <সাল> থেকে সিইএ গ্রহণে আরও পদ্ধতিগতভাবে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে <এখন পর্যন্ত সিইএ সম্পর্কিত কী অর্জন হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরুন>। এর মধ্যে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হয়েছে, তা হলো <চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরুন এবং কেন এই নীতিমালা সেগুলো সমাধান করতে সহায়ক হবে, তা ব্যাখ্যা করুন>।

# উদ্দেশ্য

*এই নীতিমালা তৈরির কারণ ও এর মাধ্যমে কী অর্জন করতে চাই তা এখানে ব্যাখ্যা করুন*

উদাহরণস্বরূপ:  
এই সিইএ নীতিমালার লক্ষ্য হলো <বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি> যেন আরও পরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে কমিউনিটির সাথে কাজ করতে পারে এবং সব কার্যক্রমে জবাবদিহিতা বজায় রাখা যায়।

এই নীতিমালার মাধ্যমে <বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি>:

* কমিউনিটির বাস্তব পরিস্থিতি ও চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারবে
* যার ফলে কার্যক্রম আরও কার্যকর ও উপযোগী হবে
* এতে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বাড়বে ও টিকে থাকার সক্ষমতা বাড়বে
* কমিউনিটির মধ্যে বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে
* রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের দায়বদ্ধতা মানা হবে
* কমিউনিটি, দাতা ও অংশীদারদের কাছে সংস্থার সুনাম বাড়বে

এই নীতিমালার মাধ্যমে <বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি>:

* স্পষ্টভাবে জানাবে তারা কমিউনিটির সাথে কীভাবে যোগাযোগ ও জবাবদিহিতা বজায় রাখবে
* কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সিইএ সংক্রান্ত দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বলা হবে
* অন্যান্য নীতিমালা, পরিকল্পনা, প্রকল্পের প্রস্তাবনা—ইত্যাদিতে সিইএ কীভাবে যুক্ত করা হবে, তা ব্যাখ্যা করবে
* এই নীতিমালা কার্যকর করতে কী ধরনের সহায়তা, সম্পদ ও পরিকল্পনা থাকবে, তা জানাবে

# নীতিমালার পরিধি ও ব্যবহারকারী

*এই অংশে বলা হবে নীতিমালাটি কারা মানবে এবং কোন কোন বিভাগের ওপর এটি প্রভাব ফেলবে।*

উদাহরণস্বরূপ:  
এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে:

* <বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি>-এর সব কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য
* সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য
* যারা <বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি> এর অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশে যারা প্রকল্প চালায়, তাদের জন্য

যদিও পুরো সংস্থার কাজেই এই নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ, তবে বিশেষ করে যেসব বিভাগ বা প্রকল্প কমিউনিটির মধ্যে কাজ করে, তাদের জন্য এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

# নীতিমালার মূল নীতি

*এই অংশে বলা হয় সংস্থাটি কমিউনিটির সাথে কিভাবে কাজ করবে এবং কী কী অঙ্গীকার করে।*

**সামগ্রিক প্রতিশ্রুতি:**  
রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট-এর পক্ষ থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে গৃহীত "[Movement-wide Minimum Commitments for Community Engagement and Accountability](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190024_en-CD19-R1-Movement-wide-commitments-for-CEA-CLEAN_ADOPTED_en.pdf)" অনুসারে, সব সদস্য সংগঠন, আইসিআরসি ও আইএফআরসি এই নীতিগুলো মানতে বাধ্য।

এই অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কী কী নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবে, তা এখানে উল্লেখ থাকবে। এই পদক্ষেপগুলো আরও বিস্তারিত হওয়া উচিত এবং উপরের মূল নীতিমালা বা অঙ্গীকারগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। এগুলো সিইএ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার এবং প্রোগ্রাম ও কার্যক্রমে একীভূত করার জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম কার্যক্রম থেকে গ্রহন করা যেতে পারে—যা [*মুভমেন্ট গাইড টু কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকাওন্টেবিলিটি*](https://communityengagementhub.org/resource/cea-guide/)  উল্লেখ করেছে। এই পদক্ষেপগুলো অবশ্যই আলোচনা করে এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেক্ষাপটে উপযোগী করে গ্রহণ করতে হবে।

**সংস্থা যে কাজগুলো করবে:**

**প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে:**

* <বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি> দায়বদ্ধতা পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট সূচক (কেপিআই) তৈরি করবে
* কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায়ে সিইএ প্রশিক্ষণের সুযোগ দেবে
* সদর দপ্তরে সিইএ ম্যানেজার এবং সব শাখায় সিইএ ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ দেবে
* সিইএ নীতিমালা অন্যান্য পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মপরিকল্পনায় যুক্ত করবে
* সংশ্লিষ্ট চাকরির বিবরণ ও কর্মক্ষমতা মূল্যায়নে সিইএ থাকবে
* কমিউনিটি ফিডব্যাক সংগ্রহের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা থাকবে

**কার্যক্রম পর্যায়ে:**

* প্রতিটি প্রকল্প শুরুর আগে কমিউনিটির সাথে দেখা করে তাদের জানানো হবে কারা কাজ করছে, কী আচরণ আশা করা যায়, এবং কী ধরনের সহায়তা পাওয়া যাবে
* কার্যক্রমের আগে কমিউনিটির প্রয়োজন ও পছন্দ জানা হবে
* প্রতিটি প্রকল্প পরিচালনা করবে এমন একটি কমিটি থাকবে, যেখানে কমিউনিটির বিভিন্ন বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ঝুঁকিপূর্ণ সদস্যরা থাকবেন
* প্রতিটি প্রকল্পে কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বাজেট, পরিকল্পনা ও সূচক থাকবে
* কমিউনিটির ফিডব্যাক ডেটা বিশ্লেষণ করে প্রকল্পে নিয়মিত পরিবর্তন আনা হবে

# দায়িত্ব ও কর্তব্য

*এই অংশে বলা হয়, এই নীতিমালার বাস্তবায়নে কার কী দায়িত্ব থাকবে।*

***উদাহরণস্বরূপ:***

* *সব কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী: কমিউনিটির ফিডব্যাক গুরুত্ব সহকারে নেয়া এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা*
* *সেক্রেটারি জেনারেল ও ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা: নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি করা*
* *বিভাগীয় প্রধান: স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে সিইএ কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা*
* *পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন টিম: ফিডব্যাক বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট তৈরি*
* *অর্থ ও মানবসম্পদ বিভাগ: প্রশিক্ষণ, বাজেট ও লোকবল সরবরাহ*
* *জেলা শাখা ব্যবস্থাপক: মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন*
* *শাখা ও সদর দপ্তরের পরিচালনা পর্ষদ: নীতিমালার দিকনির্দেশনা ও তদারকি*
* *অংশীদার সংস্থা, আইএফআরসি ও আইসিআরসি: সহযোগিতা ও সমন্বয়*

# নীতিমালার বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন

*এই অংশে বলা হয় কিভাবে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন ও তদারকি করা হবে।*

* *এই নীতিমালার প্রধান দায়িত্বে থাকবে <উল্লেখযোগ্য পদবী বা বিভাগ>*
* *বাস্তবায়নে সাহায্য করবে একটি কর্মপরিকল্পনা বা কৌশল তৈরি করা, কর্মীদের ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণ হবে কিনা*
* *বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন, অগ্রগতি প্রতিবেদন ও বোর্ড সভায় আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে কিনা*

# সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, কৌশল ও দিকনির্দেশনা

*এই অংশে থাকবে সিইএ যে সকল নীতিমালা ও পরিকল্পনার সাথে যুক্ত তা কীভাবে সংযুক্ত হবে। যেমন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কৌশল পরিকল্পনা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা (পিএমইআর), মানবসম্পদ নীতিমালা, দুর্যোগ সাড়া দেওয়ার মানদণ্ড, যোগাযোগ নীতিমালা, ইত্যাদি।*

# সংযুক্তি

*এই অংশে সংস্থা যদি সিইএ-র জন্য কোনো নির্দিষ্ট কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে থাকে, সেটি যুক্ত করবেন।*